রবীন্দ্রনাথের রসিকতা

বলাকা

যে রবীন্দ্রনাথ গান, কবিতা, নাটক,গল্প রচনায় অত্যন্ত গভীর দর্শনের প্রেক্ষাপটে নিজস্ব সৃষ্টিকে চিত্রিত করেছিলেন, বাস্তব জীবনে সেই রবীন্দ্রনাথই ছিলেন অত্যন্ত রসিক।

রসিকতা দিয়ে হৃদয়ের ব্যাপ্তি নির্ণয়েও রবীন্দ্রনাথ সীমানাহীন -

একবার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন শান্তিনিকেতনে। উত্তরায়ণে এসে দেখলেন একটি টেবিলে খানিকটা ঝুঁকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন। কথাবার্তার পর বনফুল বল্লেন অত ঝুঁকে লিখতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আজকাল তো নানারকম চেয়ার বেরিয়েছে, ঠেস দিয়ে বসে আরাম করে লেখা যায়।' রবীন্দ্রনাথ বল্লেন 'ঝুঁকে না লিখলে লেখা বেরোয় না, কুঁজোর জল কমে গেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।'

শান্তিনিকেতনে এক ভদ্রলোক এলেন গুদেবের সঙ্গে দেখা করতে । একজন মজা করে বলেছিল, তাকে গুদেব যখন নাম জিজ্ঞাসা করবে তখন কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, উনি এখন কম শুছেন। রবীন্দ্রনাথ পরিচয় পর্বে নাম জিজ্ঞেস করলে সে কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বল্ল, কানাই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন যে তোমার নামটা সানাই হলে ভাল হোতো।

ঠাকুরবাড়ীতে বিচিত্রা পত্রিকার সভায় কিছুদিন খুব জুতো চুরি যাচ্ছিল। শরৎচন্দ্র জুতো চুরির ভয়ে সভা মধ্যে জুতো দুটো কাগজে মুড়ে নিয়ে ঢুকলেন। রবীন্দ্রনাথের কানে খবর গেলে, শরৎচন্দ্রকে বল্লেন, ওহে শরৎ, তোমার বগলে ওটা কিসের পুঁথি? পরে শরৎচন্দ্রের অপ্রস্তুততা দেখে বল্লেন, 'বুঝতে পেরেছি, ওঠা হচ্ছে কলিযুগের পাদুকাপুরাণ।'

একবার আমন্ত্রিত সভায় ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন আয়োজকদের পাত্তা নেই। অথচ অনুষ্ঠান শু সাড়ে পাঁচটায়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দু-কলম লিখেছিলেন - এসেছিলেম, বসেছিলেম, দেখেছিলেম কেউ নেই। আমার সাড়ে পাঁচটা জেনো/পাঁচটা তিরিশেই।

শান্তিনিকেতনের কাজের লোক বনমালী, গায়ের রঙ বেশ কালো। মৃনালিণীদেবী আশ্রমে এসে দায়িত্ব নিয়েছেন। বনমালীর কাজকর্ম কমেছে। কবিগু জিজ্ঞাসা করলেন, বনমালী খাওয়া দাওয়া কেমন চলছে?

বনমালি দিদিমণি আবার আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ-দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন? তার চেয়ে দুধ মাখালেই পারতেন। খেয়ে তো রঙের বেশী উন্নতি হচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের রসিকতা অগুন্তি। যার মূল্য নেহাতই কম নয়। আগেকার দিনের রসিক মানুষজনের সে রসবোধ আজ বিরল। সেই থেকেই ভিতরের মানুষটা সরস হয়ে উঠে, যার জোড়ে ইহকালের দুঃখ, শোক অনেক বেশী হালকা হয়। ভিতরে ভিতরে একটা শক্তি প্রকাশ পেয়ে বসে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com